পাক্ষিক

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক :
এ. এইচ, এম,
আলী আনওয়ার

নবী পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ২০ শ সংখ্যা
১৬ই ফাল্গুন ১৩৯০ বাংলা ॥ ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ ইং ॥ ২৬শে জঃ আউয়াল ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৭শ বর্ষ :
'আহ্‌মদী' ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ ২০শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
※ তরজমাতুল কুরআন : সুরা আ'রাফ (৮ম পারা ১১শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
※ হাদীস শরীফ : 'নিয়মাচার ও দৃষ্টান্ত'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	২
※ অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৩
※ জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৫
※ ৬১তম সালানা জলসার বিজ্ঞাপন :	চেয়ারম্যান জলসা কমিটি, বাঃ আঃ আঃ	৮
※ সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে প্রদত্ত সারগর্ভ ও ঈমানবর্ধক ভাষণ :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
※ একটি গুরুত্বপূর্ণ এরশাদ :	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৫
※ সংবাদ : 'বিভিন্ন জামাতে মুসলেহ মওউদ দিবস উদযাপিত' 'খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা'		১৬
※ মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় ও উহার প্রতিকার :	জনাব খন্দকার আজমল হক	১৮—২২

দোওয়ার আবেদন

আগামী ৮ই মার্চ হইতে ঢাকা, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী বোর্ডের এস, এস, সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। যে সমস্ত আহমদী ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে যাইতেছে তাহাদের সকলের পুর্ন কামীয়াবীর জন্য জামাতের সকলের নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করিতেছি। খাকসার

মোঃ আকলাম উদ্দিন খন্দকার
এস, এস, সি, পরীক্ষার্থী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৭ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ইং : ১৬ই ফাল্গুন ১৩৯০ বাংলা : ২৯শে তবলীগ ১৩৬৩ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

অষ্টম পারা **১১শ রুকু**

৮৬। এবং (আমরা) মাদইয়ান-বাসীদের নিকট তাহাদের ভাই শোয়াবকেও (রসুল নিযুক্ত করিয়া) পাঠাইয়াছিলাম, সে বলিল, হে আমার জাতি ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাবুদ নাই, নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে [অর্থাৎ স্বয়ং শোয়েব (আঃ)]; অতএব তোমরা মাপ এবং ওজন পুরা দাও এবং লোকদিকে তাহাদের (প্রাপ্য) বস্তু কম দিওনা এবং যমীনে উহার সংশোধনের পর ফাসাদ করিও না, ইহা তোমাদের জন্য অতিব উত্তম, যদি তোমরা মোমেন হইয়া থাক।

৮৭। এবং তোমরা পথে পথে এই উদ্দেশ্যে (ওৎ পাতিয়া) বসিয়া থাকিও না যে, যাহারা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহর পথে ভয় দেখাইবে এবং তাঁহার পথ হইতে বিরত রাখিবে এবং উহাকে বক্র করিতে চেষ্টা করিবে, এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে অতঃপর তিনি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন, এবং লক্ষ্য কর, ফ্যাসাদকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল !

৮৮। এবং তোমাদের মধ্য হইতে যদি কোন দল এরূপ থাকে, যাহারা উহার উপর ঈমান আনিয়াছে, যাহার সহিত আমি প্রেরিত হইয়াছি এবং কোন দল এমন থাকে, যাহারা ঈমান আনে নাই, তাহা হইলে সবুর কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের (অর্থাৎ মোমেনগণ ও কাফেরদের) মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন, এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

নিয়মাচার ও দৃষ্টান্ত

১। হযরত আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আল্লাহতায়ালা আমাকে যে হেদায়েত ও জ্ঞান দিয়া পাঠইয়া-দিয়াছেন, উহার তুলনা সেই বৃষ্টিবৎ, যাহা ভূমির উপর বর্ষিত হয়। ভূমির উৎকৃষ্ট অংশ এই বৃষ্টির ক্রিয়া গ্রহণ করে, ফসল ভাল হয়, ঘাস ও পল্লব খুব হয়। ভূমির অন্য একটি প্রকার এমন যে, উহা পানি রোধ করে। তদ্বারা আল্লাহতায়ালা মানুষকে উপকৃত করেন। মানুষ নিজে এই পানি পান করে এবং তাহাদের ক্ষেত ভর্তি করে। ভূমির তৃতীয় আরো এক শ্রেণী আছে—চটান ও শুষ্ক। পানি ধারণ করিতেও পারে না, ঘাস বা ফসল কিছুই জন্মায় না। এই দৃষ্টান্তনুরূপ কোনো মানুষ এমন যে, ধর্ম বুঝিয়া শুনিয়া গ্রহণ করে, তদ্বারা উপকৃত হয় এবং আল্লাহতায়ালা আমাকে যাহা কিছু দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা স্বয়ং শিক্ষা করে এবং অন্যকেও শিখায়। চটান ভূমিবৎ ঐ ব্যক্তি যে হেদায়ত কি তাহা মাথা তুলিয়া দেখেও না, ইহা নিয়া কোনো চিন্তাও করে না এবং আল্লাহতায়ালা আমাকে যে ধর্ম-পথ দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা গ্রহণ করে না।"

(মুসলিম, কেতাবুল ফাযায়েল বাবু বেনায়েল মাসালে মা বুয়েসা বেহিন নাবিয়ু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিনাল হুদা ওয়াল ইলম: ২-২:৫৮ পৃঃ)

২। হযরত আবু মুসা আশ্‌য়ারী রাযি আল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "ভাল সঙ্গী মন্দ সঙ্গীর তুলনায় ঐ দুই ব্যক্তিবৎ যাহাদের একজন কস্তুরী (মৃগনাভী) বহণ করিতেছে। অন্য ব্যক্তি হাপর চালক। কস্তুরী বাহক তোমাকে বিনামূল্যে সুগন্ধি দিবে। তুমি হয়ত খরিদও করিবে। নতুবা অন্ততঃ উহার সৌরভ তুমি গ্রহণ করিবে। হাপরওয়ালা হয়ত তোমার জামা কাপড় পোড়াইবে বা দুর্গন্ধযুক্ত ধোয়া তোমাকে বিব্রত করিবে।"

(মুসলিম, কেতাবুল বির্রে ওয়াস সেলাতে, ইস্তেজাবু জালেসতেস্ সালেহীন)

("হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ:—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।"

(আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী আঃ

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

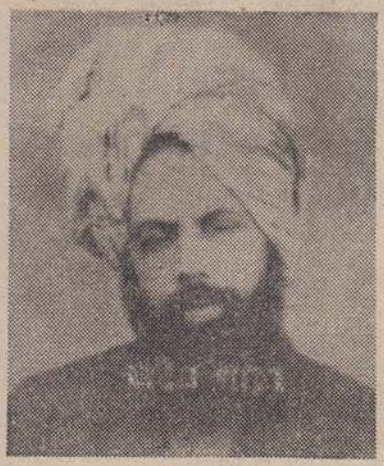

"মনে এই চায়, দীক্ষিতগণ যেন শুধু আল্লাহর খাতিরে সফর করে আসেন এবং নিজেদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে ফিরে যান।

"এ জলসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই ছিল যে আমাদের জামাতের লোক যেন কোনরূপে বার বার সাক্ষাত ও মিলনের দ্বারা এমন এক পরিবর্তন নিজেদের মধ্যে লাভ করেন যার ফলে তাঁদের অন্তর আখেরাতের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকে যায় এবং তাঁদের মধ্যে খোদাতায়ালার খওফ ও ভীতির সৃষ্টি হয়, তাঁরা যেন সংসার নির্লিপ্ততা, তাকওয়া, খোদা-ভীরুতা, পরহেজগারী, নম্রতা ও পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃস্নেহে অপরাপর সকলের জন্য এক নমুনা ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে যান এবং বিনয়, নম্রতা ও অমায়িকতা এবং সত্যপরায়ণতা তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, এবং মহান দ্বীনি কার্য্যাবলী ও অভিযানে প্রাণচঞ্চল ও উদ্যোগী হয়ে উঠেন।"

"মনে এই চায়, দীক্ষিতগণ যেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে সফর করে আসেন এবং আমার সাহচর্যে থাকেন এবং কিছুটা (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) পরিবর্তন সৃষ্টি করে ফিরে যান। কেননা মৃত্যুর কোন ভরসা নাই। আমাকে দেখাতে দীক্ষিতদের ফায়দা রয়েছে। কিন্তু আমাকে প্রকৃতপক্ষে সেই দেখে যে ধৈর্য সহকারে দ্বীনের অন্বেষণ ও অনুসরণে আত্মনিয়োজিত হয় এবং একমাত্র দ্বীনেরই অভিলাষী হয়ে যায়; সুতরাং এরূপ পবিত্র লোকদের আগমনই সর্বদা উত্তম।"

"এ জলসা এমন তো নয় যেমন দুনিয়ার মেলাগুলির ন্যায় অনর্থক ইহার অনুষ্ঠান বাধ্যকর হয়, বরং ইহার অনুষ্ঠান মহব্বত, সৎ নিয়ত এবং উত্তম ফলরাশির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভশীল। .....আমি কখনও চাই না যে, সাম্প্রতিককালের কোন কোন গদ্দিনশীন পিরজাদাদের ন্যায় শুধু বাহ্যিক আড়ম্বর ও জৌলুশ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমার বয়েতকারীদের একত্রিত করি, বরং সেই মোক্ষম উদ্দেশ্য যার জন্য আমি উপায় ও পন্থা অবলম্বন করি তা হলো আল্লাহ্‌র বান্দাদের ইসলাহ্ ও আত্মশুদ্ধি।

আমি দোওয়া করি, এবং যতদিন আমি বেঁচে থাকি, ততদিনই দোওয়া করতে থাকবো যে, খোদাতায়ালা যেন আমার এই জামাতের লোকদের হৃদয়কে তাঁর রহ্‌মতের পবিত্র হাত বাড়িয়ে তাদের অন্তরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেন, এবং সকল প্রকারের অনিষ্টকারিতা ও হিংসা-বিদ্বেষ তাদের হৃদয় থেকে মুছে ফেলেন এবং পরস্পরের প্রতি সত্যিকার

প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে এ দোওয়া সমূহ কবুল হবে এবং খোদাতায়ালা আমার দোওয়া ব্যর্থ হতে দিবেন না। অবশ্য, আমি এ দোওয়াও করি যে যদি কোন ব্যক্তি আমার জামাতে খোদাতায়ালার জ্ঞান ও এরাদা অনুযায়ী চিরহতভাগ্য বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকে যার পক্ষে সত্যিকার পবিত্রতা ও খোদাভীরুতা হাসিল হওয়া আল্লাহ্‌র তকদীরে একেবারেই নির্দিষ্ট না হয়ে থাকে, তা'হলে হে কাদের ও সর্ব শক্তিমান খোদা! তুমি তাকে আমা হতে ফিরিয়ে দাও যেরূপ সে তোমা হতে ফিরে গিয়েছে এবং তার স্থলে অন্য কাউকে আনয়ন কর, যার দেল নম্র এবং প্রাণে তোমার অন্বেষা ও স্পৃহা আছে।..... আমি চাই না যে কেহ দুনিয়ার কীট বৎ থেকে আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করুক।"

(মজমুয়ায়ে ইস্তেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৯-৪৪৬)

০—০

জলসার উদ্দেশ্যাবলী

(১) "এই জলসার অন্যতম মহৎ উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মুখলেস (নিষ্ঠাবান) যেন মুখোমুখীভাবে দ্বীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান ও তাঁহার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার ঘটে এবং ঈমান ও মা'রেফত সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে।"

(২) "একমাত্র জ্ঞান-সঞ্চার ও ইসলামের সহায্যকল্পে পারস্পরিক পরমার্শ এবং ভ্রাতৃ-মিলনের উদ্দেশ্যেই এই মহতী জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হয়েছে।"

(ইস্তেহার, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯২ইং)

গালাবা-এ-ইসলামের সহিত জলসার গভীর সম্পর্ক

(৩) সালানা জলসার অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য এই যে সারা "জগৎ ব্যাপী দ্বীনে-হক ইসলামকে জয়যুক্ত করার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ও পন্থাবলী যেন সুচিন্তিতরূপে উদ্ভাবন করা হয় এবং সেগুলিকে কার্যে রূপায়িত ও বাস্তবায়িত করার উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা হয়।"

জলসায় আজীবন প্রতিবৎসর উপস্থিতির জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণের তাকিদ

"যতদূর সম্ভব সাধ্যমত (সালানা জলসার) নির্ধারিত তারিখগুলিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে আজীবন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন এবং দেল ও জানের দৃঢ়সংকল্প সহকারে (প্রতিবারই) উপস্থিত হতে থাকুন।"

(আসমানী ফয়সালা, ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৮২ ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৩রা তাবলীগ/ফেব্রুয়ায়রী ১৩৬৩/১৯৮৪ ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

জামাত আহমদীয়া বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত ইসলামী 'শায়ায়ের'-এর হেফাজতের উদ্দেশ্যে প্রতিটি কুরবানীর জন্য প্রস্তুত আছে।

যখন সময় আসিবে তখন দুনিয়া দেখিতে পাইবে যে আহমদীরা প্রতিটি জেহাদে সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী রহিয়াছে।

আহবাবে-জামাত দোওয়া করুন, আল্লাহতায়ালা যেন ইসলামের পবিত্র স্থান ও চিহ্নাবলীর হেফাজত করেন এবং ইহুদীদের বদ এরাদা ও দুরভিসন্ধি হইতে নিরাপদ রাখেন।

রাবওয়া, ৩রা তাবলীগ/ফেব্রুয়ারী : আজ এখানে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইয়েদাহুল্লাহু তায়ালা বেনাসরিহিল-আযিয) মসজিদে-আকসায় জুময়ার নামায পড়ান এবং খোৎবা এরশাদ করেন। হুজুর (আইঃ) সুরা 'হুমাযা'-এর তফসীর করিতে গিয়া বলেন যে ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা আনবিক যুদ্ধের সংবাদ দান করিয়াছেন। এই এটমিক যুদ্ধ এরূপ আগুণ ও ধ্বংসলীলা বহিয়া আনিবে, যেগুলির প্রতিটি বিস্তারিত বিবরণ এই সুরায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। হুজুর (আইঃ) আনবিক ধ্বংসলীলার বৈজ্ঞানিক বিবরণকে এই সুরায় বর্ণিত বিবরণের সহিত সঙ্গতিপুর্ণ সাব্যস্ত করিয়া এক অভিনব, মনমুগ্ধকর এবং গভীর গবেষণা ও তত্বপুর্ণ তফসীর বর্ণনা করেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালার 'আল-গফুর' (ক্ষমা) ও 'আল-সাত্তার' (পর্দা-পোশী, গোপনতা রক্ষণ) সিফাতকে উপেক্ষা করার ও বিস্মৃত হওয়ার ফলশ্রুতিতে যে সকল পাপ-পঙ্কিলতার উদ্ভব ঘটিয়া থাকে সেগুলি ক্রমবর্ধিত হইয়া যখন ব্যক্তিগত স্তর হইতে জাতীয় পর্য্যায় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন উহা এতই বিকট, ঘৃণ্য ও ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই সকল পাপে লিপ্ত ও নিমজ্জিত জাতিসমূহ

ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হইয়া যায়। এই সকল পাপের মধ্যে (গীবত নেপথ্যে পরচর্চা), ছিদ্রান্বেষণ ও কুসমালোচনা, অপবাদ ও দোষারোপ, নির্লজ্জতার প্রচার ও প্রসার, পাশ্চাৎ-দেশে পরনিন্দা, সম্মুখে পরনিন্দা, গোপন প্রপাগেণ্ডা, জাতিবর্গ ও শ্রেণীবিশেষকে বিভক্তিকরণ, এবং তাহাদিগকে অপমানিত, লাঞ্ছিত, হীনবল, নিরুপায় ও শক্তিহীন করা, বিরুদ্ধাচরণ, মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ দেওয়া শামিল। এ ছাড়া ধন-সম্পদের প্রতি লাভ-লালসা, প্রাচুর্যের উপর দম্ভ ও গর্ববোধ এবং অহঙ্কার প্রদর্শন যে এখন আর কেহ তাহাদিগকে নীচু করিয়া দেখাইতে পারিবে না ইত্যাদিও এই কসল পাপের অন্তর্ভুক্ত।এগুলি সব এমন ধারার পাপ, যেগুলি পৃথিবীময় ব্যক্তিওগত জাতীয় পর্যায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং এই সুরা অনুযায়ী আল্লাহতায়ালার দাওয়াত দিতেছে।

হুজুর (আইঃ) আহ্‌বাবে-জামাতকে তাহ্‌রীক করেন যে, দুনিয়াকে তাবাহী ও বরবাদী হইতে বাঁচাইবার জন্য দোওয়া করুন। কেননা এখন শুধু জামাত আহ্‌মদীয়ার দোওয়াই তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে; অন্য কোনকিছুই বাঁচাইতে পারিবে না।

খোৎবা-সানিয়াতে হুজুর বৃষ্টিবর্ষণের জন্য দোওয়ার তাহ্‌রীক করেন এবং আফ্রিকায় এবং পাকিস্তানেও অনাবৃষ্টি জনিত শুষ্কতার কথা উল্লেখ করেন। (উল্লেখযোগ্য যে, এবার সালানা জলসায় এবং পরবর্তী কালে প্রদত্ত জুময়ার খোৎবাতেও উল্লিখিত এলাকায় বিশেষতঃ ঘাণায় বৃষ্টি বর্ষণের জন্য হুজুর দোওয়ার বিশেষ তাহরীক করিয়াছিলেন। আর উহার কিছু দিন পরই ঘাণায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়—অনুবাদক)। হুজুর বলেন, আফ্রিকায় ঘাণা ব্যতীত আর একটি দেশেও আল্লাহতায়ালা ফজল করিয়াছেন এবং সেখানে খুব বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে। দোওয়া করুন, যেন পাকিস্তানেও আল্লাহ রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেন।

তারপর হুজুর বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত মসজিদে আকসাকে বিধ্বস্ত কারিবার উদ্দেশ্যে কুখ্যাত ইহুদীদের আরও একটি প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আরবজাহান হইতে এই উদ্বেগজনক সংবাদ আসিয়াছে যে, কোন একজন ইহুদী মসজিদে আকসাকে বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা বিধ্বস্ত করিবার হীন ও জঘন্য প্রয়াস পায়। আল্লাহতায়ালা ফজল করিয়াছেন এবং তাহাকে তাহার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে সফলকাম হইতে দেন নাই। মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলির সম্পর্কে ইহুদীদের অত্যন্ত জঘণ্য এরাদা ও পরিকল্পনা রহিয়াছে। তাহাদের ইচ্ছা এই যে, ধীরে ধীরে মুসলমানদের পবিত্র মোকামগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হউক এবং মুসলমানগণ যেন সেগুলিকে ক্রমশঃ ভুলিয়া যায়, তারপর এই জায়গাগুলিতে ইহুদীরা যেন নিজেদের উপাসনালয় নির্মাণ করিতে পারে।

হুজুর বলেন, মসজিদ সমুহ বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হওয়াতে মুসলমানগণ বিলুপ্ত হইবে না। কিন্তু শায়ায়েরুল্লাহ্ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়লার কায়েমকৃত ও চিহ্নিত স্থানগুলি)-র গভীর সম্বন্ধ ও যোগ-সম্পর্ক থাকে জাতিসমুহের জীবনের সহিত এবং শায়ায়েরুল্লাহ্‌র এজন্যই গুরুত্ব,

আজমত ও মাহাত্ম্য রহিয়াছে। সেজন্যই হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দৃশ্যতঃ কাপড়ের বানানো পতাকার হেফাজতের জন্য বিশেষ তাকিদ করিয়াছিলেন এবং সাহাবারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করিয়া দেন কিন্তু পতাকা মাটিতে পড়িতে দেন নাই। এই প্রসঙ্গে হুজুর ইসলামী ইতিহাস হইতে পতাকার হেফাজত ও সংরক্ষণ সম্পর্কে একটি ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, যদি ইহুদীরা সন্ধান পায় এবং জানিতে পারে যে, মুসলমান আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলই নিজেদের শায়ায়েরের হেফাজতের জন্য দ্বিখণ্ডিত হইয়া মরিতে বদ্ধ-পরিকর, তাহা হইলে তাহারা মুসলমানদের পবিত্র স্থান ও চিহ্নাবলীকে বেহুরমত করার সাহস পাইবে না।

হুজুর বলেন, আমরাও নিজেদের এই সকল শায়ায়েরের হেফাজতের জন্য হাজির আছি। এই সকল পবিত্র মোকাম সমূহের হেফাজতের উদ্দেশ্যে জামাত আহমদীয়া প্রতিটি কুরবানীর জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ইহা হইল সেই জেহাদ যাহা কুরআন করীম বর্ণনা করিয়াছে এবং এই জেহাদে জামাত আমদীয়া আগে বাড়িয়া অংশগ্রহণ করিবে।

হুজুর (আইয়াদাহুল্লাহুতায়ালা) আহবাবে-জামাতকে সম্বোধন করিয়া বলেন, যদিও আপাততঃ আপনাদিগকে এই জেহাদে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হইতেছে না এবং আপনা-দিগকে সম্প্রতি ঘৃণার শিকারে পরিণত করা হইতেছে, সেজন্য আপনারা এখানে (বা স্ব স্ব স্থানে) বসিয়া দোওয়ার জেহাদে তো শামিল হইতে পারেন। বদরের যুদ্ধও সেই তাঁবুতে বসিয়াই জয় করা হইয়াছিল যে তাঁবুতে উপবিষ্ট হইয়া হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দোওয়া করিয়াছিলেন। উহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের (আল্লাহর দরবারে গৃহীত) মকবুল দোওয়ার আসর ও নতিজাই ছিল যে যুদ্ধের ময়দানে সাহাবারা মহান বিজয় লাভের সৌভাগ্যে ভূষিত হন। সেজন্য বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত শায়ায়েরুল্লাহ্‌র হেফাজতের জন্য দোওয়া করুন, আল্লাহতায়ালা যেন মোকামাতে মুকাদ্দাসার হেফাজত করেন এবং ইহুদীদের বদ এরাদা ও দুরভিসন্ধি হইতে নিরাপদ রাখেন। যখন সময় আসিবে এবং খোদাতায়ালা তওফিক দান করিবেন, তখন ইনশাআল্লাহ দুনিয়া দেখিবে, আহমদীরা প্রতিটি জেহাদে সর্বপেক্ষা অগ্রগামী হইবে। (দৈনিক আল-ফজল, ৫ই ফেব্রুয়ারী '৮৪ ইং)

অনুবাদ : **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**
সদর মুরুব্বী।

'আহ্বান'

"বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসায় সকলের যোগদান করা আবশ্যকীয় যাঁরা পথ খরচের সামর্থ্য রাখেন। এরূপ ব্যক্তিগণ যেন প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের (সন্তুষ্টি লাভের) পথে সামান্য সামান্য বাধা-বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। খোদা-তায়ালা মুখলেস (খাঁটি ও সরল ব্যক্তি) গণকে পদে পদে সওয়াব প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পথে কোন পরিশ্রম এবং কষ্ট ব্যর্থ হয় না।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

"আমাদের সালানা জলসা এক মহামর্যাদাপুর্ণ সম্মেলন। ইহার উদ্দেশ্যাবলী অত্যন্ত পবিত্র, অতি উচ্চ ও কল্যাণময়। সেগুলির প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখুন। নিজেদের স্বকীয় বাসনা-কামনা যদি দলিত হয়, হতে দিন, নিজেদের স্বার্থ নস্যাৎ হয়, হতে দিন। এ সবের কোন পরোয়া করবেন না। এ পবিত্র জলসার স্বর্থাবলীকে নিজেদের স্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দিন; তারপর দেখুন, আল্লাহ্‌-তায়ালা আপনাদের উপর কিরূপ মেহরবান হন।" —হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৬১তম সালানা জলসা

তারিখ : ৯, ১০ ও ১১ই মার্চ ১৯৮৪ ইং

রোজ : শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার

স্থান : ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার ৬১তম বার্ষিক জলসা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে ৯, ১০ ও ১১ই মার্চ ১৯৮৪ইং তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ।

এই মহান ধর্মীয় সম্মেলনে জামাতে আহমদীয়ার বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও আলেমগণ এবং কেন্দ্রীয় বুজুর্গানে-দ্বীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

জামাতের সকল ভ্রাতাকে এই মহতী জলসায় সবান্ধব যোগদান করিয়া রুহানী ফায়দা হাসিলের জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাইতেছি। জলসার সার্বিক কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন।

চাঁদার জন্য প্রত্যেক জামাত ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির পক্ষ হইতে যে সকল পত্র দেওয়া হইয়াছে তদনুযায়ী প্রত্যেক জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী ধার্যকৃত স্ব স্ব সালানা জলসার চাঁদা ও এই সংক্রান্ত লাজেমী চাঁদা আদায় করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন। আমীন।

নিবেদক— **ভিজির আলী**
চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।

৯১তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে
সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর
সারগর্ভ ও ঈমানবর্ধক ভাষণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সমগ্র বৎসর ব্যাপী আল্লাহতায়ালা জামাতে আহমদীয়ার উপর যে সকল ফজল ও কৃপা বর্ষণ করিয়া থাকেন সেগুলি গণনা করাও অসম্ভব।

আহমদীয়া জামাতের দ্বারা আল্লাহতায়ালার ফজলে প্রতিটি জাতি ও প্রতিটি দেশের লোক দ্বীনে-হক ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যে ভূষিত হইতেছেন।

বিশ্বের ৩৮ দেশে জামাত আহমদীয়ার ২৪০টি নিয়মিত মিশন কর্মতৎপর রহিয়াছে।

সর্বমোট ১০২টি দেশে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে ; এ বৎসর তিনটি নতুন মিশন কায়েম করা হইয়াছে।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে জামাত আহমদীয়ার ক্রমবর্ধমান উন্নতির ঈমান-বর্ধক ঘটনাবলী ঃ

জগৎময় আহমদীয়া জামাতে জাগরণের এক অসাধারণ ঢেউ খেলিয়াছে।

বিশ্বের বিভিন্ন রেডিও ও টেলিভিশন-কেন্দ্র হইতে আহমদীয়াতের প্রোগ্রাম প্রচারিত হইতেছে।

রাবওয়া, ২৭শে ডিসেম্বর '৮৩ইং ঃ জামাত আহমদীয়ার ৯১তম কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসের অপরাহ্ন অধিবেশনে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) ভাষণ দিতে গিয়া জামাত আহমদীয়ার উপর বিগত বৎসরব্যাপী বর্ষিত গণনাতীত ঐশী কৃপা ও জ্যোতির্বিকাশ সমূহের ঈমানবর্ধক বিবরণ প্রসঙ্গে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন শাখার উল্লেখ করিবার পর **ওক্‌ফে-জদীদ** সম্বন্ধে বলেন ঃ

ওক্‌ফে জদীদ হইল হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী মুসলেহ মওউদ (রাজিঃ)-এর অসুস্থতা-কালীন জারীকৃত সর্বশেষ তাহ্‌রীক। ইহা দ্রুত পদবিক্ষেপে উন্নতি করিয়াছে। এই তাহ্‌রীকটি বিশেষভাবে নও-মুসলিমদের খেদমত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে। আজ এই জলসায় ১৫০ জন এরূপ নও-মুসলিম উপস্থিত রহিয়াছেন, যাহারা এই তাহ্‌রীকের মাধ্যমেই মুসলমান হইয়াছেন। ইহার কার্যক্রমের অধীনে ইসলামের দিকে হিন্দুদের এত বিপুল হারে মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে যে শত শত পল্লীতে ইসলামের চারা রোপন করা হইয়াছে। হুজুর বলেন, যেখানে আহমদীরা পৌঁছিতে পারেন নাই, সেখানে খোদাতায়ালার ফেরাস্তা-গণ স্বপ্নযোগে পৌঁছেন এবং লোকদিগকে আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলামের আলোকবর্তিকার

দিকে আকৃষ্ট করিয়া দেন। হুজুর এই প্রসঙ্গে একজন হিন্দু ঋষির ঘটনাও বর্ণনা করেন যিনি স্বপ্নযোগে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যিয়ারত লাভ করেন, তারপর তিনি ঘটনা-চক্রে একজন আহমদীর গৃহে গেলে সেখানে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর ফটো দেখিয়া বলিয়া উঠেন, "ইনিই সেই বুজুর্গ, যাঁহাকে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম।"

নযারত ইশায়াত ঃ

হুজুর 'নযারত ইশায়াত ও তাসনীফ' (প্রকাশনা ও প্রণয়ন) প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার ফজলে এই নযারত খুবই পরিশ্রম সহকারে কাজ করিতেছে। এই বৎসর ইহার বৈশিষ্ট্যপুর্ণ খেদমত হইল 'তফসীরে কবীর' মুদ্রণ ও প্রকাশন। 'তফসীরে কবীর' বাজারে সম্পুর্ণ দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল এবং পাওয়া গেলও বহু উচ্চ মুল্যে। ইহার দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে খুবই অভিযোগ ছিল। আল্লাহতায়ালার ফজলে প্রথম তিনখণ্ড ছাপিয়া আসিয়াছে। যাঁহাদের নিবার তাঁহারা শীঘ্র নিয়া নিন; নচেৎ আবার আফসোস করিতে হইবে। তেমনিভাবে হযরত আকদাস মসীহে মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী অতি উত্তম মানে পুনরায় প্রকাশনার কাজ শুরু করা হইয়াছে। উহাতে বিলম্ব এজন্যই ঘটিয়া থাকে যে, 'কাতেব' (ছাপার উদ্দেশ্যে হস্তলিপি-লিখক) অনেক সময় নেয়। তথাপি আশা এই যে, দুই/এক মাসের মধ্যেই প্রথম খণ্ড বাহির হইবে। তারপর প্রতিবৎসর দুই-তিনটি খণ্ড করিয়া পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া, অতি উচ্চমানের মুদ্রণে সুশোভিত দুররে-সমীন (উর্দু) এবং দুররে সমীন (ফার্সী) পাওয়া যাইতেছে! হুজুর বলেন, 'মযহবকে নাম পর খুন' ('ধর্মের নামে রক্তপাত') আমার গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। 'ফিকাহ্ আহমদীয়া' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দারুণ প্রয়োজন অনুভব করা হইতেছিল। মোহতারম মালেক সাইফুর রহমান সাহেব ইহার উপর বহু খাটিয়াছেন। আল্লাহ্ আয়ালা পুরস্কার দিন। ইহার প্রণয়ন ও সংকলনের জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হইয়াছিল যে কমিটিতে আমিও শামিল ছিলাম। এতদ্ব্যতীত, এই নযারত 'ইসালামী উসুল কি ফিলো-সফি' (ইসলামী নীতি-দর্শন), কিশ্‌তি-এ-নূহ্ এবং 'চালিস জাওয়াহের পারে' (চল্লিশটি রত্ন খণ্ড অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ হাদিসের অর্থসহ ব্যাখ্যা) প্রকাশ করিয়াছে।

পত্র-পত্রিকা ঃ

হুজুর (আইঃ) সেলসেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রকাশরত পত্র-পত্রিকার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন যে সবগুলিই আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে উন্নতি করিয়াছে। 'দৈনিক আল-ফজল'-এর দৈনিক প্রকাশণা সংখ্যা ৪৬০০ হইতে বাড়িয়া সাত হাজারে পৌঁছিয়াছে এবং ইহার খোৎবা-সংখ্যা ৫৪০০ হইতে উন্নতি করিয়া সাত হাজার নয় শতে উপনীত হইয়াছে। মাসিক পত্রিকা 'তাহ্‌রীকে জদীদ'-ও উত্তম খেদমত পালন করিতেছে। বিগত বৎসরের ৫ হাজার সংখ্যায় প্রকাশনার মোকাবিলায় এখন ইহা ৬ হাজার সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মাসিক 'আনসারুল্লাহ' খুবই উন্নতি করিয়াছে। ৩২০০ সংখ্যায় উহার প্রকাশনার মোকাবিলায় এ বৎসর (১৯৮৩ সালে) ইহার ক্রেতাদের সংখ্যা হইল ৫২০০। হুজুর বলেন,

'মাসিক খালিদ' বিশেষ কোন উন্নতি করে নাই, অথচ পত্রিকাটি উত্তম। মাসিক 'তাশহীয'-এর সংখ্যাও খুব একটা বাড়ে নাই। ইহাও একটি ভাল পত্রিকা। মাসিক 'রিভিউ অফ রিলিজিওন'-এর উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন, আপনারা শুনিয়া খুশী হইবেন এবং আপনাদের সকলের জন্য মোবারক হউক যে, এই পত্রিকাটি দুই মাস হইতে এগার হাজারেরও অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত আরবী, ফ্রেঞ্চ এবং স্পেনিস ভাষায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। আমাদের চেষ্টা এই যেন পত্রিকাটি জগতের বড় বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল ভাষায় প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের রুহানী তৃষ্ণা নিবারণের কারণ হয়।

অপরাপর প্রণেতাদের পক্ষ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী প্রসঙ্গে হুজুর বলেন, আমার পক্ষ হইতে এখানে এতসব গ্রন্থের প্রকাশনা সম্বন্ধে ঘোষণা করা সমীচীন ও সঙ্গত নয়। এই প্রবণতাটির এখন অবসান ঘটাইতে হইবে এবং ইহাকে জলসার কার্যক্রমের একটি চিরস্থায়ী অংশ বানানো উচিত নয়। অবশ্য নাযের সাহেব ইসলাহ-ও ইরসাদের উচিত; তিনি যেন বিরতির ফাঁকে ইহাদের সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া দেন; এখন নয়।

'নযারত প্রকাশনা ও প্রণয়ন'-এর আর একটি কাজ হইল হুজুরের খোৎবার কেসেট তৈরী করিয়া জামাতগুলির নিকট পৌঁছান। হুজুর বলেন, কোন কোন খোৎবা বিলম্বে প্রকাশিত হয়, কিন্তু কেসেট শীঘ্র পৌঁছিয়া যায়। ইহার বড়ই মনমুগ্ধকর ঘটনাবলী দেখা গিয়াছে। এ প্রসঙ্গে হুজুর একজন গয়র আহমদী ড্রাইভারের ঘটনা বর্ণনা করেন, যে সফরকালে এইরূপ কেসেট শ্রবণে সে অভিভূত হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে এবং পরবর্তীতে সে বয়েত করে। হুজুর বলেন, এধরনের প্রতিক্রিয়া ও সুফলাদির সংবাদ জগতব্যাপী বহু স্থান হইতে আসিতেছে।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার গ্রন্থাবলী ঃ

কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাবলীর উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন, তাহারা মা'শাআল্লাহ্ অতি উত্তম ও পছন্দনীয় পুস্তকাবলী প্রকাশ করিয়াছে। একটি পুস্তক হইল 'প্রথম আহমদী মুসলমান বিজ্ঞানী' শিরোণামে আমাদের ডঃ আবদুস সালাম সাহেব সম্পর্কে। এছাড়া, 'তারেক বিন যিয়াদ, হযরত আবু হানিফা (রাঃ), একজন শাহ্জাদার সত্য জীবনকাহিনী এবং হযরত সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ শহীদ-এর জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে পুস্তকাবলী প্রকাশ করা হইয়াছে।

'ওকালাতে তাসনীফ' (প্রণয়ন-বিভাগ) মোকাররম নাসীম সাইফী সাহেবের পুস্তকাবলী Pronoucneme t of Promised Messiah, So said the Promissed Messiah প্রকাশ করিয়াছে।

তারপর হুজুর (আঃ) 'বয়তুল হাম্দ পরিকল্পনা'র একটি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করিয়া বলেন, আমি ওয়াদা করিয়াছিলাম যে বয়তুল হামদ পরিকল্পনাধীন যে সকল গৃহ নির্মাণ করা হইবে উহাদের ডিজাইন প্রণয়নের মোকাবিলা করানো হইবে এবং যে আহ্মদী আর্কিটেক্ট প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাহাকে আমি আমার পক্ষ হইতে একটি বিশেষ পুরস্কার দান করিব। ইহার জন্য গঠিত কমিটির ফয়সালা অনুযায়ী মোকাররম নওয়াজ আহ্মদ মিনহাস

সাহেব এবং মোকাররম মেজর বশির আহমদ সাহেব প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। উভয়েই খুব সুন্দর ডিজাইন প্রস্তুত করিয়াছেন এবং অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, লেফ: কমাণ্ডার মোহাম্মদ আজমল সাহেব দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছেন। তিনিও অত্যন্ত সুন্দর ডিজাইন তৈরী করিয়াছেন! হুজুর ঘোষণা করেন, আমি আমার নিজের একটি করিয়া পেন এবং তফসীরে কবীরের গ্রন্থাবলীর সেট তাঁহাদিগকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিতেছি। সুতরাং হুজুর উল্লেখিত তিনজনের নাম ডাকেন এবং নিজ হস্তে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করেন।

ফজলে-উমর ফাউণ্ডেশন:

হুজুর ফজলে-উমর ফাণ্ডেশন সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটিও অত্যন্ত ভাল কাজ করিতেছে। ইহা হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর খোৎবা সমুহের তিনটি খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছে এবং চতুর্থ খণ্ড প্রস্তুত হইয়া আছে। এতদ্ব্যতীত, হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর চারটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক তাঁহারা প্রকাশ করেন। সেই পুস্তকগুলি হইল 'যিক্‌র-এলাহী, হাকীকাতুল রে'ইয়া, মালায়েকাতুল্লাহ্ এবং সীরাতুন-নবী' (সাঃ)। এতদ্বতীত, 'হাস্তি বারী তায়ালা' মুদ্রণস্থ রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাধীন জ্ঞানপুর্ণ গ্রন্থাবলী প্রণয়নে প্রতিবৎসর পুরস্কার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাধীন অতি উত্তম গ্রন্থাবলী প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহাতে জামাতের মধ্যে ভাল ভাল গ্রান্থ প্রণয়ণের প্রশংসনীয় আগ্রহের উন্মেষ ঘটিয়াছে।

হুজুর (আইঃ) এই প্রসঙ্গে মরহুম নাসীর আহমদ খান সাহেবের কথা উল্লেখ করেন। হুজুর বলেন, মরহুম 'ফজলে উমর ফাউণ্ডেশনে'র বহুবিধ খেদমত পালনকারী একজন বিশেষ কর্মী ছিলেন। ফাউণ্ডেসনের লিটারেরী কমিটির সদর (প্রধান) ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এবং সেল-সেলার জন্য খেদমত পালনকারী নুতন নুতন কর্মী উদ্ভাবন ও সংগ্রহ করিতে থাকুন।

বিভিন্ন পেশাগত বিশেষজ্ঞদের এসোসিয়েশন:

হুজুর (আইঃ) জামাতের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের খেদমত ও অবদান প্রসঙ্গে পেশাগত বিশেজ্ঞদের সেবা দানের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 'আর্কিটেক্টস্ ও ইঞ্জিনিয়ার্স এ্যাসো-সিয়েশন সেলসেলার গুরুত্বপুর্ণ খেদমত সাধন করিয়াছেন! এবৎসর (১৯৮৩) যে সকল কাজ সমাধা লাভ করিয়াছে সেগুলির মধ্যে শতবার্ষিকী জুবিলী অফিস বিল্ডিং, খেলাফত লাইব্রেরীর সম্প্রসারণ, আনসারুল্লাহ্, ওকফে-জদীদ ও খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার মেহ্‌মানখানা (অতিথিসালা)-এর সম্প্রসারণ এবং দারুল-গিয়াফতের নতুন ব্লকের উপরতলার নির্মাণ অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে। ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর প্রেক্ষিতে একটি নতুন সংস্থা 'জামাতী স্থাপত্য পরিকল্পনা' প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইহার অধীনেও বিভিন্ন কাজ শুরু করা হইয়াছে, যেগুলির মধ্যে সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আবাসিক কোয়ার্টারগুলির পুণঃনির্মাণ হইতেছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ। কেননা এগুলি এখন এতই খারাপ ও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, সব-গুলিকে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় তামির করিতে হইবে।

রাবওয়ার শ্রীবর্ধন কমিটি ঃ

রাবওয়ার শ্রীবর্ধন কমিটির কার্য সম্পর্কে হুজুর বলেন, এই ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার উপর দায়িত্ব অর্পন করা হইয়াছে রাবওয়াতে উদ্ভিদ ও বৃক্ষ রোপণ, পুষ্প উৎপাদন এবং মল ও আবর্জনা অপসারণ করা। এই কাজের জন্য দুইটি পৃথক পৃথক মজলিস (সংগঠন) কায়েম করা হইয়াছে। তাহারা বিগত কয়েক মাসের মধ্যে এত পরিশ্রম করিয়াছেন যে, লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় চারা সংগ্রহ করার আয়োজন করিয়াছেন, ইহার জন্য নার্সারী স্থাপন করিয়াছেন। সেখান হইতে এই জাতীয় চারা-গাছ সহজ লভ্য হইবে। চেষ্টা এই যে, গোটা রাবওয়া যেন শতবার্ষিকী জুবিলী পূর্তি উদযাপন কালে পুষ্প পল্লবে ঠিক তেমনিরূপে হিল্লোলিত হইতে থাকে, যেরূপে বাতেনী (আভ্যন্তরীণ) ভাবে রুহানী খুশিতে আন্দোলিত হইতে থাকিবে, ইনশাআল্লাহ্!

মজলিসে সেহেত (স্বাস্থ্য-সংগঠন) ঃ

এই মজলিসের ব্যবস্থাধীনে সুইমিং পুল ও স্কয়েশ কোর্ট নির্মাণ করা হইতেছে। এই মজলিসের কাজ হইল সারা জগত ব্যাপী আহ্মদী খেলোয়াড়দের তালাশ করিয়া তাহাদিগকে আগাইয়া লইয়া যাওয়া।

দারুল-শুয়ুখ ও দারুল-এতামা ঃ

হুজুর বলেন, এই প্রসঙ্গে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে এই যে, জামাতের মধ্যে এতিম (পিতৃহীন) বাচ্চাদিগকে জামাত যেন এতিম (অসহায়) হিসাবে থাকিয়া যাইতে না দেয় বরং চিরকালের জন্য যেন ইহাই লিখিত হয় যে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মান্যকারীদের মধ্যে কোন এতিম নাই। এতদ্ব্যতীত, নিরুপায়-নিরাশ্রয় পুরুষ ও ও মহিলাদের জন্যও পৃথক পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করার নিমিত্ত দারুল-শুয়ুখ নির্মাণ করা হইবে।

মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারর্স ঃ

হুজুর বলেন, রুটি প্রস্তুত করিবার নতুন স্বয়ংক্রিয় প্লান্ট সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। ইহার পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলিতেছে। ইতিপূর্বে রুটি তৈরী করার প্লান্ট আহমদী ইঞ্জিনিয়ার গণই প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

টেলিকমিউনিকেশন ঃ

এই ক্ষেত্রে আহ্মদী ইঞ্জিনিয়ারগণ মহান খেদমত ও কীর্তি সাধন করিয়াছেন। আজ (জলসায়) লাউড স্পিকারের যাবতীয় ব্যবস্থা যে আজ আপনারা দেখিতেছেন ইহার পশ্চাতে এই ইঞ্জিনিয়ারদের নিরব পরিশ্রম সক্রিয় রহিয়াছে। ইঁহারা অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও যত্ন এবং সতর্কতা সহকারে সমগ্র ব্যবস্থপনার রুপায়ন ও বাস্তবায়ন করেন এবং ইহার কার্যকরিতার তদারকীও তাঁহারাই করেন। এখন বিজলীর প্রবাহ বন্ধ হইলে উহা পুনরায় আসার অপেক্ষায় থাকার আর প্রশ্ন থাকিবে না।

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার্স ঃ

হুজুর দক্ষ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারদের উল্লেখ করিয়া বলেন, তাহারা জামাতী প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করায় যথেষ্ট আগ্রহ ও উদ্দীপনার পরিচয় দিয়াছেন। এখন কাজ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, সমগ্র কার্য কম্পিউটারের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার একজন আহ্‌মদী ইঞ্জিনিয়ার মোকাররম নাযীর আহমদ আয়ায সাহেব উত্তম খেদমত পালন করিয়াছেন। শাহ্‌নোয়াজ লিমিটেডও সহযোগিতাদান করিয়ছে এবং অদুর ভবিষ্যতে জামাত আহমদীয়ার মরকজে বহুল কার্য কম্পিউটারের সাহায্যে সমাধা লাভ করিবে, ইনশাআল্লাহ।

ইলাকট্রিকাল এসোসিয়েশন ঃ

হুজুর বলেন, 'কাস্‌রে-খেলাফতে' যে জেনাবাটর বসান হইয়াছে উহা স্বয়ংক্রিয়। এমনি তো বাজার হইতে ইহা বহু উচ্চ মূল্যে পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ারগণ অতি সস্তায় প্রস্তুত করিয়াছেন।

ছাত্রদের এসোসিয়েশন ঃ

আহমদী ছাত্রদের এসোসিয়েশন সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন, এই ছাত্রগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকে এই যে, তাহারা নিজেদের সহপাঠী ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক টিউশনের ব্যবস্থা করে। তেমনিভাবে নিজেদের তত্বাবধানে ছাত্রদিগকে রাবওয়ায় আনে। এই হিসাবে আহ্‌মদী ছাত্রগণ অত্যন্ত জাগ্রত ও সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছে।

আইনজীবিগণ ঃ

হুজুর বলেন, আহমদী আইনজীবিগণ আল্লাহতায়ালার ফজলে কাহারও হইতে পিছাইয়া নন। জামাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের মকদ্দমা সারা বৎসর ব্যাপী তৈরী হইতে থাকে। এই আহ্‌মদী উকিল-এডভোকেট সাহেবান বিনা পারিশ্রমিকায় এই সকল মকদ্দমা সরাইয়া থাকেন এবং এত আন্তরিক নিষ্ঠা, ওফাদারী ও বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করেন যে যখনই ডাকা হয়, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা পৌঁছিয়া যান। এই ধরণের ৩০টি মকদ্দমায় ১২ জন এডভোকেট অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করিতেছেন।

ব্যবসায়ীদের এসোসিয়েশন ঃ

বিভিন্ন এসোসিয়েশন সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়া হুজুর সর্বশেষে ব্যবসায়ীদের এসোসিয়েশনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহার সম্বন্ধে অভিযোগ যে সকলেই কাজ করিয়াছে কিন্তু এই এসোসিয়েশনটি কাজ করে নাই। জানি না তাঁহাদের চেষ্টায় যদি অন্য কাহারও জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা হইয়া যায়, ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি কি?

হুজুর বলেন, আহ্‌মদী ব্যবসায়ীগণ নিজেদের এসোসিয়েশনকে কর্মতৎপর করিয়া তুলুন এবং এই ধরণের উপায় ও পন্থা উদ্ভাবন করুন, যাহাতে আপনাদের ফয়েজ ও কল্যাণ গরীব আহমদীরাও পাইতে আরম্ভ করে। এরূপ উপায়-পদ্ধতির প্রবর্তন করুন যেগুলির দ্বারা রাবওয়ার গরীবরা যেন উপকৃত হইতে পারে। সকল অঞ্চলের জামাতের দীন-দরিদ্র, এতীমও বিধবাদের অন্তরেও এই বাসনা ও আকাঙ্খা থাকে যে তাহারাও যেন চাঁদা দিতে পারে এবং কাহারও উপর তাহারা বোঝা স্বরূপ না হয়। গরীবদের অন্তরে ও কুরবানীর জন্য বড়ই খাহেশ রহিয়াছে। তাহারা যেন ঘরে বসিয়া এরূপ কাজ পাইয়া যায় যাহাতে বিধবা ইত্যাদি গণ যেন উপার্জন করিতে সক্ষম হয়। তাহা হইলে তাহাদের এবং আমাদের সকলেরই মঙ্গল হইবে। ব্যবসায়ীদের এসোসিয়েশন যেন এবিষয়টির দিকে মনোযোগী হয়। (ক্রমশঃ)

(দৈনিক আল-ফজল, ৯ ও ১০ই জানুয়ারী '৮৪ ইং)

অনুবাদ: মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

কামেল তৌহিদের প্রতিষ্ঠায় সর্বপ্রকার শের্‌কের মৌলোচ্ছেদ

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ এরশাদ

খান সাহেব মুন্সী বরকত আলী সাহেবকে সিমালার জামাত আহমদীয়ার পক্ষ হইতে প্রদত্ত বিদায় অনুষ্ঠানে মানপত্র পেশ করা হইলে সেই উপলক্ষে হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী মুসলেহ-মওউদ (রাঃ) যে ভাষণ দান করিয়া ছিলেন উহার একটি জরুরী উদ্ধৃতি আহবাবে জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

—সুলতান মাহ্‌মূদ আনওয়ার,
নাযের, ইসলাহ্‌-ও-ইরশাদ, রাবওয়া।

"প্রথম কথা মান-পত্রের একটি বাক্য সম্পর্কে বলিতে চাই। যদিও আমি জানি যে লেখক জানিয়া শুনিয়া সে বাক্যটি লিখেন নাই বরং ভুলবশতঃই লিখিয়াছেন। কিন্তু উহা যেহেতু সংশোধন-যোগ্য, সেজন্য আমার কর্তব্য উহার সংসোধন করিয়া দেওয়া। বরং ইতিপুর্বেও আমার খাহেশ ছিল, যখনই সুযোগ ঘটে, এ বিষয়টির সংশোধন করিয়া দেই। এখন যেহেতু এই ধারায় সুযোগ ঘটিয়াছে সেজন্য আমি ইহার সংশোধন জরুরী মনে করি।

ঐ বাক্যটি এই ধরণের যে, 'খোদাতায়ালার ফজলে এবং খলিফার দোওয়ার দ্বারা এইরূপ সাধিত হইয়াছে।' অর্থাৎ একথাটিতে আল্লাহতায়ালায় ফজলের সঙ্গে খোদার কোন বান্দাকে শরীক করা হইয়াছে। অথচ আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলের সহিত খোদার কোন বান্দাকে শরীক করা সঙ্গত নয়। কেননা ইহা শের্‌ক। ইহা তো বলা যাইতে পারে যে, খলিফার দোওয়ায় আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল নাজেল হইয়াছে, কিন্তু যে বাক্যটির কথা আমি উল্লেখ করিতেছি উহাতে খলিফার দোওয়াকে খোদাতায়ালার ফজলের সমতুল্য সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অথচ সকল কাজ একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলের দ্বারাই সাধিত হয়।

হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মজলিসগুলিতেও কোন কোন ব্যক্তি এই ধরণের বাক্য উচ্চরণ করিলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উহার সংশোধন করিয়া দেন এবং বলেন, "আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত (সমতুল্য করিয়া) আমার উল্লেখ করিও না। অবশ্য দোওয়ার দ্বারা খোদাতায়ালার ফজল বর্ষিত হইয়া থাকে।" আমি জানি যে, মানপত্র প্রণয়নকারীর অন্তরে এই ধারণাগুলি ছিল না। কিন্তু খলিফা হিসাবে আমার কর্তব্য এই যে ত্রুটিটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।" (আল-ফজল, ২০শে মার্চ ১৯৩২ ইং)

অনুবাদঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী।

'মোসলেহ মওউদ দিবস' উদযাপিত

ঢাকা ঃ

ঢাকা জামাত আহমদীয়ার উদ্যোগে মহান 'মুসলেহ্ মওউদ দিবস' উপলক্ষে ২২শে ফেব্রুয়ারী '৮৪ইং রোজ বুধবার ঢাকা দারুত-তবলীগ মসজিদে এক মহতী সভা মরকজ হইতে আগত তিনজন বুজুর্গাণের যোগদানের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, আল-হামদু লিল্লাহ্।

বাদ নামাযে-মাগরিব মোহতারম আল-হাজ্ব মির্যা আবদুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কর্মসূচী আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব খন্দকার সালাহ উদ্দিন সাহেব এবং নজম পাঠ করিয়া শোনান জনাব মাজহারুল হক সাহেব। তারপর উক্ত সভার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করিয়া আজ হইতে ৯৮ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক ঘোষিত তাঁহার ঔরশে জন্মগ্রহণকারী এক অসাধারণ গুণ সম্পন্ন মহান পুত্র মোসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর সুবিস্তৃত মূল এলহামী ভাষ্য উহার বঙ্গানুবাদসহ পাঠ করিয়া শোনান সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ।

অতঃপর মরকজ হইতে আগত নাজের উমুরে-আ'ম্মা মোহতারম মৌলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ সাহেব মোসলেহ মওউদ সংকান্ত উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পটভূমি, গুরুত্ব ও পূর্ণতা সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোকপাত করেন। তিনি বিশদভাবে প্রমাণ করেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মোসলেহ মওউদ ছিলেন হযরত মসীহ (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলিফা হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহ্মুদ আহমদ (রাঃ)। তারপর নাজের ইসলাহ্-ও-ইরশাদ মোতারম মৌলানা সুলতান মাহ্মুদ আনওয়ার সাহেব ভবিষ্যদ্বাণীতে মুসলেহ্ মওউদ সম্বন্ধে বর্ণিত অনন্য সাধারণ গুণাবলীর মধ্যে একটি বিশেষ গুণ—"তাহার শিরে খোদাতারালার ছায়া বিরাজ করিবে এবং তিনি হইবেন অসাধারণ সংকল্পশালী"—বিষয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। তিনি হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর বাল্যকাল হইতে লইয়া তাঁহার ৫২ বৎসরকালীন খেলাফৎ জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এবং সকল প্রকার প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া জামাতের সার্বিক উন্নতি সাধন ও বিশ্বময় ইসলামের সুদূরপ্রসারী দৃঢ় ভিত্তিক প্রচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বাস্তব সত্যটিকে মোসলেহ মওউদের অসাধারণ সংকল্পশালী হওয়ার অকাট্য প্রমাণ হিসাবে তুলিয়া ধরেন এবং জামাতের সফলকে মুসলেহ মওউদের প্রেমিক ও একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে নিজেদের ব্যক্তিজীবন ও জামাতী জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলেহ মওউদের ন্যায় দৃঢ় সংকল্পের গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য উপদেশ দান করেন।

পরিশেষে মোহতারম আল-হাজ্ব মির্যা আব্দুল হক সাহেব সভাপতির ভাষণে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর ঘনিষ্ঠ সহচার্যে তাঁহার সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর কালীন প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষন ও

অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে হুজুর (রাঃ)-এর মহান চারিত্রিক গুণাবলী ও অগাধ জ্ঞান সম্বন্ধে বিশদ আলোকপাত করেন। তিনি হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তাঁহার অগণিত তত্বপুর্ণ খোৎবা ও গুরুত্বপুর্ণ বক্তৃতা এবং গ্রন্থাবলী বিশেষতঃ 'তফসীরে-কবীর' প্রণয়নের বিষয় তুলিয়া ধরেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলেহ মওউদের 'জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানে পরিপুর্ণ হওয়ার এবং কালামুল্লাহর মর্যাদা ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ' হওয়া সংক্রান্ত জ্বলন্ত নিদর্শনটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীরূপে উপস্থাপিত করেন এবং সকলকে আল্লাহতায়ালার এহেন অসাধারণ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পর আল্লাহতায়ালার প্রতি সত্যকার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ ঈমান ও আমলের এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের খেদমতের ময়দানে সর্বতোভাবে দায়িত্ব সচেতন ও কর্মতৎপর হওয়ার জন্য উপদেশ দান করেন।

সর্বশেষে ইজতেমায়ী দোওয়া এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণের মাধ্যমে এই প্রাণবন্ত আলোচনা সভাটি সমাপ্ত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার, যিনি সকল জহানের প্রতিপালক। (আহমদী রিপোর্ট)

কুমিল্লা ঃ

আল্লাহর অশেষ ফজলে গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৮৪ রোজ সোমবার বাদ মাগরেব কুমিল্লা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্দোগে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আকবর ভূঞা সাহেবের সভাপতিত্বে যথাযথ মর্যাদায় 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উদযাপিত হয়।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সূচিত হয়। অতঃপর নযম পাঠের পর সম্মিলিত দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। তারপর 'মুসলেহ মওউদ দিবসের' তাৎপর্য, মহান ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পুর্ণতা, মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা, মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ গুণাবলী, মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর মর্যাদা ও আমাদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন—সর্বজনাব আবুল হাশেম ও আবুল হোসেন, আব্দুস সালাম, বশিরুল হক, নাসিরুল হক, আবুল কাশেম ভূঞা এবং ডাঃ এম. এ, আজিজ সাহেবান। পরিশেষে মোহতারম প্রেসিডেন্ট সাহেবের সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ ভাষণ ও দোওয়ার মাধ্যমে রাত ৯-১০ মিনিটে সভার সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য যে সর্বমোট ৪৩ জন আহমদী (মহিলাসহ) ছাড়াও বেশ কয়েকজ গয়ের আহমদী শ্রোতাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আরো উল্লেখ্য, সভাস্থল ও উহার আশ-পাশ এলাকা সবুজ কাগজ দ্বারা সুসজ্জিত, আলোকসজ্জা ও মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি পোষ্টারিং করা হয় এবং উপস্থিত সকলকে মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হয়। —মুহাম্মদ আবদুস সালাম (কায়েদ, কুমিল্লা)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী '৮৪ বাদ মাগরেব মৌঃ সলিমুল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এর দিবস পালিত হয়। আলোচনা শেষে শ্রোতাদের মিষ্টি পরিবেশন করা হয়েছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর জীবনীর উপর খন্দকার আনু মিয়া, জনাব আব্দুল হাদী, ডাঃ আনোয়ার হোসেন, মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব প্রমুখ ব্যক্তিগণ বক্তব্য রাখেন।

নাটোর ঃ

অনুরূপভাবে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে নাটোর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদে বাদ মাগরেব 'মুসলেহ মওউদ (রাঃ) দিবস' পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মৌঃ আবু তাহের সাহেব। আলোচনা সভায়, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুর রাজ্জাক, জনাব মফিজুল ইসলাম, আবদুস সালাম সাহেব বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে মিষ্টি বিতরন করা হয়।

এতদ্ব্যতীত, বাংলাদেশের অন্যান্য জামাতেও 'মুসলেহ মওউদ দিবস' যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হয়। দুঃখীত যে, স্থানাভাবে সকল জামাতের প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। (—সংকলক)।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা

মজলিস পরিদর্শন ঃ

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী '৮৪ থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খন্দকার আজহার উদ্দিন খন্দকার, নায়েম মাল এবং জনাব মসিউল হক, নায়েম সেহত ও জিসমানী ময়মনসিংহ ধানীখোলা, বীর পাইকশা, তেরগাতী, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ মজলিস সমুহ পরিদর্শন করেন।

অনুরূপভাবে নায়েম ওয়াকারে আমল জনাব নঈম তফভীজ ও ঢাকা বিভাগের নায়েব বিভাগীয় কায়েদ, জনাব শাহাব উদ্দিন সাহেব গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জ মজলিস পরিদর্শন করেন।

ত্রয়োদশ কায়েদ সম্মেলন ঃ

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে এবার জলসার তৃতীয় দিবস ১২ই মার্চ রোজ রবিবার সকাল ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ত্রয়োদশ কায়েদ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ। উক্ত সম্মেলনে সকল খোদ্দাম ও আতফাল ভাইদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। সকল স্থানীয় কায়েদ সাহেবদেরকে জলসায় আসার সময় তাজনীদ ও গত ৪ মাসের কাজের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিয়ে আসতে বলা হচ্ছে এবং সকল কায়েদ সাহেবান অথবা তাঁর প্রতিনিধি জলসায় আসার সাথে সাথে বাংলাদেশ মজলিসের সাথে যোগাযোগ করে তাদের রিপোর্ট পেশ করবেন।

পটুয়াখালী ঃ

গত ২২/১২/৮৩ইং পটুয়াখালী ইসলামী সংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে কেন্দ্র মিলনায়তনে ৫ দিন ব্যাপী ঈদে মিলাদুন নবী কর্মসূচীর মধ্যে পৃথক ভাবে এক যুব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে যুবকদের জন্য "সমাজ সংস্কারে মহানবী (সাঃ)-এর ভূমিকা" শীর্ষক এক উন্মুক্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় পটুয়াখালী মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব মোঃ মোস্তফা আহমদ (হিনু) তাৎপর্যপুর্ণ এবং তথ্যবহুল বক্তৃতা প্রদান করে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলার অতিরিক্ত জজ সাহেব তাকে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ১০০/০০ টাকার বই উপহার দেন।

গত ২৩/১২/৮৩ইং পটুয়াখালী শিল্পকলা একাডেমী জেলা পর্যায়ে পটুয়াখালী শেরে বাংলা টাউন হলে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিতর্কের বিষয় ছিল "বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিই ছাত্রদের বেশী সংখ্যায় ফেল করার কারণ।" এপর্যায়ে স্থানীয় মজলিসের কায়েদ জনাব মোঃ মোস্তাক আহম্মদের নেতৃত্বে তার দল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিল্প কলার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আজিজুল হক সাহেব তাকে পুরস্কার এবং সার্টিফিকে প্রদান করেন।

ন্যাশনাল মোতামেদ, — **মোহাম্মদ আবদুল জলিল**

মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় ও উহার প্রতিকার

আজকাল দৈনিক সংবাদপত্র সমুহ খুলিলেই দেখা যায়, দেশের ইসলাম দরদী বিজ্ঞজন, প্রখ্যাত আলেম এমন কি মহামান্য রাষ্ট্রপতিও মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয়, সমাজে ইসলামিক মূল্যবোধের অভাব প্রভৃতি সামাজিক অবনতির জন্য অতীব উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন বক্তৃতামঞ্চ হইতে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করা হইতেছে কুরআন শিক্ষা ও রসুল করীম (সাঃ) এর আদর্শ সমাজে প্রতিফলিত না হওয়ার কারণেই এই অবক্ষয়, অবনতি। কিন্তু কেন কুরআনের শিক্ষা, রসুলুল্লাহর আদর্শ সমাজে বাস্তবায়িত হইতেছে না বা বাস্তবায়িত করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইতে পারে সে সম্পর্কে সকলেই নিরব। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পবিত্র কোরআন-হাদিসের ভিত্তিতে উহার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করিব। সম্মানিত পাঠক যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি, উন্মুক্ত মন লইয়া প্রবন্ধটি পাঠ করেন তবে প্রকৃত পথ বা আলো পাইবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন, "ইন্না নাহনু নাজ্জালনাজ জেকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফেজুন" অর্থাৎ "আমরাই এই কুরআন নাজেল করিয়াছি এবং আমরাই ইহার রক্ষক।" (হজর-৯) কুরআনের এই হেফাজত বলিতে যেমন ইহার আক্ষরিক হেফাজত বুঝায় তদ্রুপ আভ্যন্তরিন বা শিক্ষার হেফাজতকেও বুঝাইয়া থাকে। রসুল পাক (সাঃ) কুরআন মজিদের সমুদয় শিক্ষা নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিয়া উহার আভ্যন্তরিণ হেফাজতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। হাদিস শরীফে আসিয়াছে যে, একদা কতিপয় সাহাবা হযরত মা আয়েসা (রাঃ) এর নিকট হুজুর পাক (সাঃ) এর চরিত্র সম্পর্কে জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি কুরআন পড় নাই? সমস্ত কুরআনই তাঁহার চরিত্র অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষাকে তিনি তাঁর জীবনে এমন ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন যে উহার কোন শিক্ষাই তাঁহার চরিত্র হইতে বাদ পড়ে নাই। এই কারণেই তিনি ছিলেন "উসওয়াতুল হাসানা" বা উৎকৃষ্টতম আদর্শ।" তাঁহার চরিত্রে আদর্শ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়াছিল বলিয়াই আইয়ামে জাহলিয়াত কি যুগের বিদ্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্বর বেদুইন আরব গোত্র সমুহকে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়া তিনি কি জগতকে আধ্যাত্মিক সর্বদিকে উন্নতির চরম শিখায় পেঁৗছাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জীবনে কুরআনের পুর্ণ প্রতিফলনের মাধ্যমে তিনি যে আদর্শবাদিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার প্রভাবেই এই সাহাবায়ে কেরাম এতায়েতের চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

বস্তুত উপযুক্ত নেতৃত্ব ও তার পুর্ণ এতায়েতই প্রাথমিক যুগের মুসলিম আধিপত্যের মূল কারণ। হযরত রসুলে পাক (সাঃ) যত দিন জীবিত ছিলেন তিনি মুসলিম জাতিকে সুষ্ঠু নেতৃত্ব দিয়া উহাকে জগতে একটি আদর্শ জাতি হিসাবে রাখিয়া যান। তাঁর মৃত্যুর পরও

নেতৃত্বের এই ধারা বজায় থাকে। যার ফলে পুর্বে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ মালা হইতে পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত ইসলাম নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিতে সক্ষম হয়। ইসলামের এই মহান নেতৃবৃন্দ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের ভিতর উত্তম চরিত্র সৃষ্টি দ্বারা মুসলমানদিগকে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন বলিয়াই বিধর্ম্মী মুশরেকগণ দলে দলে ইসলাম কবুল করে। তাঁহাদের নৈতিক চরিত্র গুণের জন্য এখনও তাঁহারা জগতে স্মরণীয়, বরণীয়। যে সমস্ত মহাপুরুষদের মাধ্যে আমাদের দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁহাদের চারিত্রিক মাধুর্য্যের ইতিহাস এখনও কিংবদন্তিরূপে প্রচলিত আছে। এমন কি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণও এই সমস্ত মুসলিম মহামানবদের চারিত্রিক গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের দোয়ার প্রত্যাসি থাকিত।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে জাতীয় জীবনে সুষ্ঠু নেতৃত্বের প্রয়োজন অপরিসীম। কেননা কোন পরিবারের উন্নতি যেমন পরিবারের প্রধানের উপর নির্ভর করে, গোত্র বা দলের উন্নতি গোত্র বা দলপতির উপর নির্ভরশীল। এই কারণে রসুল পাক (সাঃ) এর পর যে নেতৃত্বের ধারা সৃষ্টি হইয়াছিল ইসলাম উহা হইতে বিচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। তাই পাক কালামে ঘোষণা করা হইয়াছে। "ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসুল ওয়া উলিল আমরে মিনকুম।" অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, মানিয়া চল আল্লাহকে আর মানিয়া চল আল্লাহর রসুলকে এবং তোমাদের মধ্যে যাঁহারা আদেশ দিবার অধিকারী তাঁহাদিগকে।" (নেছা ৫৯) এখানে আল্লাহ পাক মুসলিম সমাজ বা জাতির নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিবর্গকেই "উলিল আমর "বা" আদেশ দিবার অধিকারী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাদের এতায়েত বা মান্যকরাও ফরজ করিয়া দিয়াছেন। ছালাত বা নামাজের ভিতর ইমামের অধিন থাকিয়া যে ঐক্য ও শৃঙ্খলার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাতের ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়, একটি রাষ্ট্রের জন্য যেমন একজন রাষ্ট্রপতি অপরিহার্য্য, একটি জাতির জন্যও তেমন একজন জাতীয় নেতা অপরিহার্য্য। এই জন্যই কুরআন পাকের অন্যত্র আদেশ দেওয়া হইয়াছে "ওয়া আতাসেমু বেহাবলিল্লাহে জামিয়া ওয়ালা তাফাররাকু" অর্থাৎ "আল্লার রজ্জুকে একত্রিত ভাবে আঁকরিয়া ধর এবং বিচ্ছিন্ন হইও না।" (ইমরান ১০২)। জামাত বদ্ধভাবে এক নেতার অধিনে পরিচালিত হওয়াই কুরআনের শিক্ষা ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ। ইসলামের নেতৃত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর জন্য হুজুর পাক (সাঃ) এর দাফনের ঘটনা একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাসে অম্লান হইয়া আছে। হুজুর পাক (সাঃ)-এর ওফাতের পর ইসলামের খলিফা বা নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার দাফন কার্য্য স্থগিত রাখা হয়। দুইদিন পর হযরত আবুবকর (রাঃ) ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর এমামতিতে হুজুর পাক (সাঃ) এর দেহ মোবারকের দাফন কার্য সম্পাদন করা হয়।

যে নেতৃত্বের উপর ইসলাম এতখানি গুরুত্ব দিয়াছে, বর্তমান বিশ্বে ১০০ কোটি মুসলমান থাকিলেও তাহাদের কোন জাতীয় নেতা নাই। যার জন্য আজ তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল উপ-

দলে বিভক্ত হইয়া দলীয় কোন্দলে লিপ্ত। এই সমস্ত দলীয় নেতৃবৃন্দ সামগ্রিকভাবে ইসলামের উন্নতি, তার প্রসারের কথা চিন্তা না করিয়া নিজেদের প্রভাব-প্রতিপ্রত্তি সংরক্ষণে মগ্ন, যার মোহে ইসলামের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করিয়া কি নৈতিক কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয় সর্বক্ষেত্রেই তাহারা জগতে অবহেলিত, লাঞ্ছিত, হেয়।

কিভাবে মুসলিম সমাজের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হইল এখন সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। কুরআন পাক "উলিল আমর" বলিয়া আখ্যায়িত যে সমস্ত নেতৃবৃন্দের এতায়েত বা আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বর্তমানে তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। রাষ্ট্রীয় ও অপরটি ধর্মীয়। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে হুজুর পাক (সাঃ) এর জামানায়ও অবহিত তার পরবর্তিকালে কিছুদিন উভয় আদেশ একই উৎস হইতে আসিত। কিন্তু এক সময় রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থা এমন এক পর্য্যায়ে পৌঁছে যখন রাষ্ট্রীয় নির্দেশাবলীর সহিত ধর্মীয় নির্দেশাবলীর কোন সম্পর্ক থাকে না, ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় ফয়সালা দানের ও ইসলামিক ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত করিয়া পরিচালিত করার জন্য পৃথক নেতৃত্বের প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা শুধু জাগতিক স্থিতিশীলতা বা উন্নয়নের জন্য ইসলামের আবির্ভাব হয় নাই। দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতের সফলতার জন্যই ইহার আগমন এবং দ্বীন বা ধর্মকে ইসলাম সর্বোচ্চ স্থান দেয়। এই জন্য যখন রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ধর্মের গুরুত্ব কমিয়া যায় তখনই ইহার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর তখন হইতেই ধর্মীয় নেতৃত্বের পৃথক ধারার সূচনা হয়। ধর্মের এই সংরক্ষণকারী মহা-পুরুষদিগকে হাদিছ শরীফে মোজাদ্দেদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারাই যুগ-ইমাম বা জাতীয় নেতা বলিয়া বিবেচিত। ইহাদের আগমন সম্পর্কে হুজুর পাক (সাঃ) বলিয়াছেন, "ইন্নাল্লাহা ইয়াবআসো লে হাজিহিল উম্মাতি আলা রাসে কুল্লে মিয়াতে সানাতিন মাইইয়ো জাদ্দেদোল্লাহা দ্বীনা হা" অর্থাৎ "আল্লাহ্ প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষদিগকে আবির্ভূত করিবেন যাঁহারা উহাদের জন্য ধর্মকে সংস্কার করিবেন" (আবুদাউদ) এখানে ধর্মকে সংস্কার বা সঞ্জিবিত করার জন্য যে মহাপুরুষদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা সমগ্র উম্মাতে মোহাম্মদীয়ার জন্য আগমন করিবেন। ইহারা কোন আঞ্চলিক বা দলীয় নেতা নন। ইসলাম বিশ্ব-ধর্ম এবং বিশ্ব-মুসলিম একটি জাতি। ইহারা এক নেতার অধিন থাকিয়া পরিচালিত হইবে। ইহাই রসুলে পাক (সাঃ) এর নির্দেশ ইহা আবুদাউদে বর্ণিত একটি সহিহ্ হাদিস। এই হাদিসের সত্যতা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নাই। ধর্মের তাজদিদ বা সংস্কার বিশেষ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মহাপুরুষ ব্যতীত আর কাহারো দ্বারা সম্ভব নয় বলিয়াই মোজা-দ্দেদগণের আগমনের ভবিষ্যত-বাণী করা হইয়াছে। আর ধর্মেরসংস্কার বলিতে কুরআন-হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যাদান ও উহাদের ভুল ব্যাখ্যার জন্য যে সমস্ত বেদাতের সৃষ্টি হয় তাহা দুরিকরণ বুঝায়। কুরআন আল্লাহর কালাম। পাক কালামে আল্লাহতায়ালা কি বলিতে চাহিয়াছেন তিনিই ভাল জানেন। সুতরাং তিনি যাকে জ্ঞান দান করেন তদ ব্যতীত কেহই ইহার প্রকৃত অর্থ বলিতে পারে না। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক নিজে কুরআনের হেফাজতের ভার লইয়াছেন এবং সেই হেফাজতের কাজ তাঁর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে করিয়া

থাকেন বলিয়া তিনি কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন। তাঁহারা রসুলে পাক (সাঃ) এর সুন্নাতানুযায়ী নিজেদের ভিতর কুরআনের শিক্ষাকে প্রতিফলিত করিয়া প্রত্যাদিষ্ট হন ও আল্লাহর নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষকে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা দিয়া থাকেন, আর কুরআনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া হাদিসের ব্যাখ্যা দান করেন। আল্লাহ পাক নিজ কালামের হেফাজত সম্পর্কে বলেন "ইন্না আনজালনাত-তওরাতা ফিহা হুদাও ওয়া নুরোন ইয়াহ কোমু বেহান্নাবিউনাল্লাজিনা আসলামু লেল্লাযিনা হাদু ওয়ার রাব্বা নিউনা ওয়াল আহবারো বেমাস্‌ তোহ্‌ফেজু মেন কেতাবিল্লাহে ওয়া কানু আলায়হে সোহাদায়া" অর্থাৎ আমরা তওরাত নাজেল করিয়াছি যাহাতে হেদায়েত ও আলো ছিল; নবীগণ, যাহারা আল্লাহর অনুগত ছিলেন, তদনুযায়ী ইহুদীদের আদেশ দিতেন এবং খোদা প্রেমিকগণ ও জ্ঞানীগণ, এই নিমিত্ত যে তাহাদিগকে আল্লাহর দেওয়া কেতাব সংরক্ষণের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। আর তাহারা সাক্ষ্যও দিয়াছিলেন'।" (মায়দা ৪৪) এখানে আল্লাহ পাকের আদেশ প্রাপ্ত নবী, খোদা প্রেমিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর কেতাবের হেফাজত করেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই আল্লাহ পাকের সুন্নত বা রীতি। ইসলামেও মোজাদ্দেদ ও তাঁদের খিলাফতের সিলসিলা জারির মাধ্যমে আল্লাহ পাক এই রীতিই বজায় রাখিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—খন্দকার আজমল হক

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সালানা জলসা

০ তানজানিয়া (পূর্ব আফ্রিকা) জামাত আহমদীয়ার ১১তম সালানা জলসা ২৩, ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ইং আল্লাহ্‌র ফজলে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সহস্র সহস্র আহমদীদের ব্যতীত ১ সহস্র বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যোগদান করেন। এই উপলক্ষে পেশাকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ যে, বিগত এক বৎসরে সেখানে ১০৯ জন ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হইয়া আহমদীয়া জামাতে দাখিল হইয়াছেন। পর্শ্ববর্তী দেশ জায়েরে ১৬ জন বক্তি দীক্ষিত হইয়া আহমদীয়া জামাতে দাখিল হন। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

০ ১২, ১৩ ও ১৪ই জানুয়ারী ১৯৮৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ঘানা জামাত আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসায় চল্লিশ হাজার আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যোগদান করেন। সরকারের পক্ষ হইতে সেক্রেটারী অফ ষ্টেট এবং পেরামাউন্ট চীফগণ যোগদান করিয়া প্রদত্ত ভাষণে শিক্ষা, কৃষি ও সামাজিক ক্ষেত্রে জামাত আহ্‌মদীয়ার প্রভূত সেবাদানের উচ্চাঙ্গীন প্রশংসা করেন। জলসা চলা কালীন আহবাবে-জামাত ১১ লক্ষ সিডিজ (ঘানিয়েন মুদ্রা) আর্থিক কোরবানী পেশ করেন। টেলিভিশন, রেডিও এবং পত্র-পত্রিকা সমূহ জলসা সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ ও চিত্র প্রচার করে। (দৈনিক আল-ফজল হইতে সংকলিত)

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান! হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব, আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমরই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী,, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিষ তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar